দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 17 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

21

ধারাবাহিক

প্রসঙ্গ বাংলাদেশে প্রকৌশল শিক্ষা

ডঃ মাহবুব-উল-হক

(পূর্ব প্রকাশের পর)

বাংলাদেশে স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ সীমিত— এ কথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। তাই প্রকৌশল বিদ্যায়তনের প্রকৌশল বিষয় ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে উক্ত শিক্ষা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টিও চিন্তা করা যেতে পারে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বোধহয় সেদিক বিবেচনা করে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিতে স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষা ও ডিগ্রী প্রদান কার্যক্রম ইতোমধ্যেই চালু করেছে। তবে এ কার্যক্রমটি স্নাতক পর্যায়েও চালু করা যায় কিনা তা ভেবে দেখা সমীচীন বলে মনে করি। তাছাড়া স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিত ছাড়াও ব্যবস্থাপনা ও অর্থনীতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই পাঁচটি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ের শিক্ষাদান ও ডিগ্রী প্রদানের বিষয়টি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেশের সার্বিক স্বার্থে বিবেচনা করতে পারে।

খ) প্রকৌশল শিক্ষার ভর্তি পদ্ধতি : প্রকৌশল শিক্ষায় স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির যোগ্যতা প্রায় সব ক্ষেত্রে একই রকম। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র ও গণিতসহ উত্তীর্ণরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। স্থাপত্যে ভর্তির জন্য উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন না হলেও চলে। তবে বাংলাদেশে ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজিতে (ঢাকায়) ভর্তির জন্য কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলে ডিপ্লোমাধারীরা আবেদন করতে পারেন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা এ প্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে পারেন না। আবেদনকারীদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিতে প্রাপ্ত নম্বর অথবা ডিপ্লোমা প্রকৌশলে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকা তৈরি করে মেধা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সংখ্যক প্রার্থীর ভর্তির পরীক্ষা নেয়া হয়। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার জন্য মেধা তালিকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বরের ভিত্তিতে প্রণীত হয়ে থাকে।